যুগান্তর

তারিখ 24 JUN 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন

আড়াই ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর বারিধারা-বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়াম ভবনের বেজমেন্টে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আগুন নেভাতে গিয়ে চার ফায়ারকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

রাতে অগ্নিকাণ্ডের খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অনেক অভিভাবক ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আগুনে পুরো বসুন্ধরা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ারের ১০টি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণ কাজে অংশ নেয়। এ ছাড়া র‌্যাব, পুলিশসহ আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা সার্বিক সহায়তা করেন। মধ্যরাত পর্যন্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখা যায়। রাত সাড়ে ৮টায় আগুনের ঘটনা ঘটলেও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি। রাত সাড়ে ৯টার পর ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য বেনজির আহমেদ

নিয়ন্ত্রণে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

নিয়ন্ত্রণে : আগুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাস্থলে আসেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বেজমেন্টে তিন জেনারেটরের সংযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুন ও ধোঁয়ায় গোটা এলাকায় ব্যাপক আতংক ছড়িয়ে পড়ে। নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ভিড় করেন হাজারো মানুষ। ঘটনার পরপরই র‌্যাব-পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে। ফায়ার সার্ভিসের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানায়, ১০তলা ভবনটির বেজমেন্টে আগুন লাগার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এরপর তারা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে আরও দুটি ইউনিট যোগ দেয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের পরিচালক মেজর মাহবুব সাংবাদিকদের জানান, রাত পৌনে ৯টার দিকে তারা অগ্নিকাণ্ডের খবর পান। বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুরো এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছিলেন না। বেজমেন্টের ভেতরে জেনারেটর ও এসি ছিল। নিরাপত্তা ইনচার্জ গোপাল চন্দ্র রায় জানান, তিনি প্রথমে বিকট শব্দ শুনেন। এরপরই ধোঁয়া বের হতে দেখেন। ওই সময় কেউ ছিল না। পরে ধোঁয়ার জন্য কেউ ঢুকতে পারেননি। তিনি আরও জানান, এই ভবনের বেজমেন্টে আড়াইশ' গাড়ি ছিল। ধোঁয়া বের হতে দেখে সব গাড়ি দ্রুত বের করে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, দুর্ঘটনা এড়াতে নেয়া হয়নি কার্যকর পদক্ষেপ। সরেজমিনে দেখা গেছে, ভবনটির ১ ও ২ নম্বর বেজমেন্ট কার পার্কিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাত সাড়ে ৮টায় বেজমেন্টে তিনে জেনারেটর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানান, অগ্নি নির্বাপণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ভবনে ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএর প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র সজীব চৌধুরী জানান, তিনি ক্লাস শেষে তৃতীয় তলায় রিডিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি ধোঁয়া দেখতে পান। এই সময় হুইসেল বাজিয়ে সতর্ক করা হয়। পরে তিনি এক নম্বর গেট দিয়ে বের হয়ে আসেন। অন্য শিক্ষার্থীরা জানান, রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএর ক্লাস চলছিল। আগুনের হুইসেল বাজার পর তাড়াহুড়া করে বের হয়ে যান তারা। কিছু গাড়িও বের করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাঁচটি গেটের মধ্যে তিনটিই বন্ধ ছিল। নর্থসাউথের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বেনজীর আহমেদ ঘটনাস্থলে গেলেও তিনি অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।